আজকাল
ভাল থাকুন
১০
কলকাতা রবিবার ১৫ নভেম্বর ২০২০

ভাই তোমায়...

কালোত্তীর্ণ। কিছু সম্পর্ক শুধু রক্তের সূত্রেই জন্মায় না। জোড়ে তীব্র আবেগ, তিলতিল করে সঞ্চিত ভালবাসা। একটা দিন সব ভাইয়ের জন্য শুভপ্রার্থনা। এ দিন আবার নতুন করে বাঁচার ইন্ধন

ভার্চুয়ালই বেস্ট

ডাঃ কিংশুক দাস

পুরাণ মতে

ইতিহাসে লেখা

সেকাল–একাল

এবার বেস্ট ভার্চুয়াল

যমরাজ

প্রচেত গুপ্ত

ভারী ভাল লাগে

স্বপ্নময় চক্রবর্তী
বিশিষ্ট সাহিত্যিক

আমি সবার ইউনিভার্সাল দিদি

হৈমন্তী শুক্লা
প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী

বাঙালির সংস্কৃতি জড়িয়ে

পি সি সরকার জুনিয়র
বিশ্বখ্যাত জাদুকর

শুধু কোভিড–১৯ আতঙ্কে ভুললেই চলবে না, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে শরীরের অন্য দিকেও। কো–মর্বিডিটি শব্দটার সঙ্গে তো ইতিমধ্যে যথেষ্ট মোলাকাত হয়েছে

প্রেশার

ডাঃ দেবদত্ত ভট্টাচার্য

উচ্চ রক্তচাপ থাকলে কী করবেন?

বরেণ্য

কৌশিক গাঙ্গুলি

ভেবে লাভ নেই

আম আদমির জন্য?

আপনার মত

ভার্চুয়ালই বেস্ট

ডাঃ কিংশুক দাস

সিনিয়র গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোলজিস্ট, হেপাটোলজিস্ট
ও ইন্টারভেনশনাল এন্ডোস্কোপিস্ট

kinsuk119@yahoo.com

রাত পেরোলেই ভাইফোঁটা। করোনা-কাঁটা এবারের ভাইফোঁটাতেও। ইচ্ছে না থাকলেও মানতেই হবে স্বাস্থ্যবিধি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেমন হতে পারে এবারের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া? আজ সে আভাসই দিই।

পুরাণ মতে

পুরাণে আছে, যম ও যমুনা দু'জনে যমজ ভাইবোন। দু'জনের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহ-ভালবাসা। যম মৃত্যুর দেবতা। সবার মরণ-বাঁচন যাঁর হাতে, সেই যমের অমরত্ব কামনায় যমুনা কার্তিক মাসে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমের কপালে ফোঁটা দেন। যা পরিচিত 'যমদ্বিতীয়া' নামে। পরবর্তী কালে যমুনার দেখানো পথ অনুসরণে মর্তে বোনেরা ওই দিনটিতে ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ফোঁটা দেওয়া শুরু করেন। আবার কারও মতে, দৈত্য নরকাসুরকে বধ করে কৃষ্ণ যখন বোন সুভদ্রার কাছে আসেন, তখন সুভদ্রা তাঁর কপালে ফোঁটা দেন ও মিষ্টি খেতে দেন। সেই থেকেই ভাইফোঁটার শুরু।

ইতিহাসে লেখা

কবে থেকে বঙ্গে ভাইফোঁটার সূচনা, সে বিষয়ে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া না গেলেও 'সর্বানন্দ সুন্দরী' নামে এক তালপাতার পুঁথির পাঠোদ্ধার করে অনুমান করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ সালে এই প্রথার শুরু। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মহাবীর জৈনের প্রয়াণে রাজা নন্দিত বর্ধনের শোকাতুর ভগিনীকে সান্ত্বনা দিতে অন্নগ্রহণ করানো হয়। সেই থেকেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুরু।

সেকাল-একাল

আগে একান্নবর্তী পরিবারে ভাইফোঁটা মানেই ছিল পরিবারের মিলন উৎসব। হাজির হতেন কয়েক প্রজন্মের ভাইবোনেরা। সেই ছবি এখন আর খুব একটা দেখা যায় না। অধিকাংশ একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পরিণত হয়েছে ছোট অণু পরিবারে। প্রতিটি পরিবারে একটি বা দুটি সন্তান। কারও ভাই আছে তো বোন নেই, আবার কারও বোন আছে তো ভাই নেই। ফলে অনেক ভাই যেমন ভাইফোঁটা পান না, তেমনই অনেক বোনও দিতে পারেন না ভাইকে ফোঁটা। ভাইফোঁটা নিয়ে আগে যে আবেগ বা অনুভূতির বন্ধন ছিল, সেটা এখন অনেকটাই কমেছে।

ভাইফোঁটা ইন টোয়েন্টি-টোয়েন্টি

করোনা-কাঁটায় এবারের ভাইফোঁটা অন্যবারের তুলনায় একটু আলাদা। আরোপ করতেই হচ্ছে কিছু বিধিনিষেধ। ছোট্ট উদাহরণ সহযোগে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, একটি পরিবারে এক বোন, চার ভাই। ভাইরা একেকজন একেক জায়গায় থাকেন। বোনের বাড়ি আসা এবং ফেরার সময় সবাইকে খুব সচেতন থাকতে হবে। মানতে হবে শারীরিক দূরত্ব আর মাস্ক মাস্ট। আবার চার জায়গা থেকে আসা ভাইদের থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনাও একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ এখন কোভিডে অনেকেই উপসর্গহীন থাকছেন। তাই বাইরে থেকে এলে একটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

নিজের গাড়ি না থাকলে এখনও যাতায়াতের সমস্যা রয়েছে। সকালের ফ্লাইটে দিল্লি থেকে উড়ে এসে ভাইফোঁটা নিয়ে সন্ধের ফ্লাইটে ব্যাক। এবার সেটা মুশকিল হতে পারে।

বোন ভাবলেন, ফোঁটার পর ভাইদের বড় কোনও রেস্তোরাঁয় খাওয়াবেন। খাওয়াতেই পারেন। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির যেন একটুও নড়চড় না হয়। তবে এ বছরটা ভাইদের বাড়িতেই রান্না করে খাওয়ান। অনলাইনে অর্ডার করা খাবারও কতটা নিরাপদ, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। যিনি খাবার বানাচ্ছেন, তিনি আদৌ হাইজিন মানছেন কি না, তা আমরা জানি না। যা-ই খান না কেন, সেটা মিষ্টি থেকে পোলাও-মাংস, কোনওটাই যেন লাগামহীন না হয়।

ছোট থেকে দেখে আসছি ভাইফোঁটার দিন মিষ্টি আর মাংসের দোকানের সামনে লম্বা লাইন। এবার সেই ভিড় এড়িয়ে চলতেই হবে। দোকানে গেলে শারীরিক দূরত্ব মানতেই হবে।

এবার বেস্ট ভার্চুয়াল

অনেক ভাইবোনই কর্মসূত্রে বা অবস্থানগত দূরত্বের জন্য প্রতি বছর সশরীরে হাজির হয়ে ভাইফোঁটা নিতে বা দিতে পারেন না। তাঁদের ভরসা সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়ো কল। অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। এ বছরটা নয় তেমনই ভার্চুয়াল ফোঁটাই সারলেন। যে সব ভাইবোন একই বাড়িতে বা হাঁটাপথ দূরত্বে থাকেন, তাঁরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়িতে ভাইফোঁটা আয়োজন করতেই পারেন। কিন্তু ট্রেনে, বাসে অনেকটা জার্নি করে যাঁদের আসতে হবে, তাঁরা ভার্চুয়াল ভাইফোঁটাই সারুন। ৬৫-উর্ধ্ব যে সব ভাইবোন আছেন, তাঁরা ভাইফোঁটা দিতে বা নিতে যাওয়ার ঝুঁকিটা একেবারেই নেবেন না। আর বাচ্চাদের ভাইফোঁটা নিয়ে চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, কিন্তু এবারের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সব বাচ্চাকে একসঙ্গে বসিয়ে ভাইফোঁটা দেওয়া-নেওয়ায় করোনার ঝুঁকি কিন্তু থেকেই যাবে। আর গণ-ভাইফোঁটা তো একদমই নয়।

আনন্দটা তোলা থাক পরের বছরের জন্য। কারণ আগে নিজের সুস্থতা, ভাইফোঁটা তো প্রতি বছরই আসবে।